‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’-২০১৭
এবং ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’-২০১৭
পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠান

ভাষণ

মাননীয় প্রধানমন্ত্রী

শেখ হাসিনা

বঙ্গবন্ধু জাতীয় স্টেডিয়াম, ঢাকা, বুধবার, ১৪ চৈত্র ১৪২৪, ২৮ মার্চ ২০১৮

বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহিম

সহকর্মীবৃন্দ,
সম্মানিত শিক্ষকমন্ডলী,
অভিভাবক ও বিদ্যালয় পরিচালনা কমিটির সদস্যবৃন্দ,
ছোট্ট সোনামণিরা,
উপস্থিত সুধী।

আসসালামু আলাইকুম।

‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’-২০১৭ এবং ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’-২০১৭-এর পুরস্কার বিতরণ অনুষ্ঠানে উপস্থিত সকলকে আমি আন্তরিক শুভেচ্ছা জানাচ্ছি।

গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, সর্বকালের সর্বশ্রেষ্ঠ বাঙালি, জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানকে যাঁর বলিষ্ঠ নেতৃত্বে আমরা পেয়েছি একটি স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ। গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি, বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবকে। স্মরণ করছি জাতীয় চার-নেতাকে। শ্রদ্ধা জানাচ্ছি মহান মুক্তিযুদ্ধের ৩০ লাখ শহিদ ও দু’লাখ সম্ভ্রমহারা মা-বোনকে। যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা এবং শহিদ পরিবারের সদস্যদের প্রতি সমবেদনা জানাচ্ছি।

সুধিমন্ডলী,

শিশুদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশে খেলাধুলা অপরিহার্য। লেখাপড়ার পাশাপাশি খেলাধুলা কোমলমতি শিক্ষার্থীদের শারীরিক ও মানসিক বিকাশের পাশাপাশি শৃঙ্খলাবোধ, অধ্যবসায়, দায়িত্বজ্ঞান, কর্তব্যপরায়ণতা ও সহনশীলতার শিক্ষা দেয়। মাদকাসক্তিসহ অন্যান্য নেতিবাচক প্রভাব থেকে তরুণ সমাজকে মুক্ত রাখে। ফলে শিশু-কিশোরদের মধ্যে নেতৃত্বের বিকাশ ঘটে।

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান এবং বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিবের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদনে ২০১০ সালে ‘বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’ এবং ২০১১ সাল হতে মেয়েদের জন্য প্রতিবছর ‘বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্ট’ স্কুল পর্যায় হতে জাতীয় পর্যায়ে আয়োজিত হচ্ছে।

২০১৭ সালে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ১০ লাখ ৯৯ হাজার ৬১১ জন মেয়ে শিক্ষার্থী এবং বঙ্গবন্ধু গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টে ১০ লাখ ৯৯ হাজার ৬৯৬ জন ছেলে শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেছে। এত বিপুল সংখ্যক শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে জাতীয় ফুটবল টুর্নামেন্ট বিশ্বে বিরল।

অনুর্ধ্ব-১৪ বয়স ভিত্তিক মেয়েদের দক্ষিণ এশিয়া ফুটবল টুর্নামেন্টে বাংলাদেশের মেয়েরা চ্যাম্পিয়ন হয়েছে। ভারতে অনুষ্ঠিত নারী ফুটবল চ্যাম্পিয়নশিপ প্রতিযোগিতায় আমরা রানার-আপ হয়েছি। এই দলের খেলোয়াড়দের অধিকাংশ উঠে এসেছে বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব গোল্ডকাপ প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে।

আজকের খেলার চ্যাম্পিয়ন দল দু'টিকে আমি অভিনন্দন জানাই। একই সঙ্গে রানার্স আপ দল দু'টিকেও জানাই অভিনন্দন। আমি আশা করি, এখান থেকেই একদিন এমন খেলোয়াড় বেরিয়ে আসবে-যারা আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের মুখ উজ্জ্বল করবে।

সুধিমন্ডলী,

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান খেলাধুলা খুব পছন্দ করতেন। তিনি ফুটবল খেলতে ভালোবাসতেন। গ্রামের বিভিন্ন খেলাধুলার আয়োজনে তিনি অংশ নিতেন।

জাতির পিতা পাকিস্তানি শাসনামলের ২৩ বছরের প্রায় অর্ধেকটা সময় প্রায় ১৩ বছর জেল খেটেছেন। পাকিস্তানি শাসক গোষ্ঠির নির্যাতন এবং বঞ্চনা সহ্য করে জাতিকে মুক্তির স্বপ্ন দেখিয়েছেন। আমাদের দিয়ে গেছেন স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ।

আর জাতির পিতার সকল কাজের অনুপ্রেরণার উৎস ছিলেন বঙ্গমাতা বেগম ফজিলাতুন নেছা মুজিব। বঙ্গবন্ধু তাঁর জীবনের বেশিরভাগ সময় ব্যয় করেছেন দেশ ও জনগণের সেবায়। বঙ্গবন্ধুর কারাভোগের সময়গুলোতে কান্ডারির মত হাল ধরেছিলেন বেগম মুজিব।

বঙ্গবন্ধু প্রাথমিক শিক্ষাকে যুগোপযোগী করার লক্ষ্যে কুদরত-ই-খুদা শিক্ষা কমিশন গঠন করেন। তিনি ৩৬ হাজার ১৬৫টি প্রাথমিক বিদ্যালয়কে জাতীয়করণ এবং ১ লাখ ৫৭ হাজার ৭২৪ জন শিক্ষকের পদ সরকারিকরণ করেন।

কিন্তু আমাদের দুর্ভাগ্য ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে হত্যা করা হয়। শিক্ষাঙ্গনে নেমে আসে চরম নৈরাজ্য।

সুধিমন্ডলী,

দীর্ঘ ২১ বছর পর ১৯৯৬ সালে আমরা সরকার পরিচালনার দায়িত্ব নেওয়ার পর শিক্ষার উন্নয়নে কার্যকর পদক্ষেপ গ্রহণ করি। এরফলে মাত্র দু'বছরে সাক্ষরতার হার ৪৫ শতাংশ থেকে বৃদ্ধি পেয়ে দাঁড়ায় ৬৫.৫ শতাংশ। এ অর্জনের স্বীকৃতি হিসাবে বাংলাদেশ 'ইউনেস্কো সাক্ষরতা পুরস্কার ১৯৯৮' লাভ করে। বিএনপি-জামাত জোট ক্ষমতায় আসার পর সাক্ষরতার হার ৪৪ শতাংশে নেমে আসে।

২০০৯ সালে আমরা জনগণের বিপুল ম্যান্ডেট নিয়ে সরকার গঠন করি। শিক্ষাখাতের উন্নয়নে ব্যাপক কর্মসূচি গ্রহণের ফলে বর্তমানে সাক্ষরতার হার ৭২.৩ শতাংশে উন্নীত হয়েছে। শিক্ষায় লিঙ্গ সমতা আনার স্বীকৃতিস্বরূপ আমরা ইউনেস্কো 'শান্তিবৃক্ষ' পুরস্কারে ভূষিত হয়েছি।

আমরা ২০১০ সাল থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে বিনামূল্যে পাঠ্যপুস্তক বিতরণ শুরু করি। ২০১৮ সালের পয়লা জানুয়ারি প্রাথমিক থেকে মাধ্যমিক পর্যন্ত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিনামূল্যে ৩৫ কোটি ৪২ লাখ ৯০ হাজার ৯২১টি রঙিন পাঠ্যপুস্তক বিতরণ করা হয়েছে।

প্রতিটি বিদ্যালয়ে খেলাধুলার সরঞ্জাম সরবরাহ করা হচ্ছে। প্রতি উপজেলায় স্টেডিয়াম নির্মাণ করা হচ্ছে।

৮,৯২৫টি বিদ্যালয়ে ল্যাপটপ ও মাল্টিমিডিয়া প্রজেক্টর সরবরাহ করা হয়েছে। প্রাথমিক শিক্ষার জন্য উপবৃত্তি প্রকল্পের আওতায় বর্তমানে মোট ১ কোটি ৩০ লাখ শিশুকে উপবৃত্তি প্রদান করা হচ্ছে। ২০ লাখ মাকে মোবাইল ফোন কিনে দেওয়া হয়েছে।

দারিদ্র্যপীড়িত মোট ৯৩টি উপজেলার ৩০ লাখ ৫ হাজার ৪০৯ জন শিক্ষার্থীকে স্কুল ফিডিং প্রকল্পের আওতায় আনা হয়েছে। দেশের ৭টি বিভাগের ৫৮টি জেলার ২০৮টি উপজেলার ৬৬৭টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মিড-ডে মিল চালু করা হচ্ছে।

সুধিমন্ডলী,

নিরক্ষরতা দূর করার মাধ্যমে আমরা জাতি, ধর্ম, বর্ণ নির্বিশেষে অর্থনৈতিক ও সামাজিক বৈষম্যহীন সমাজ প্রতিষ্ঠায় বদ্ধপরিকর। দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ দক্ষ মানবসম্পদ গড়ে তুলার মাধ্যমে আমরা অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে চাই।

আমি আশা করি, এই প্রাথমিক বিদ্যালয় ফুটবল টুর্নামেন্টের মাধ্যমে তরুণ প্রজন্ম দেশ ও দেশের মানুষের জন্য বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার ভালোবাসা ও আত্মত্যাগ সম্পর্কে জানতে পারবে। বঙ্গবন্ধু ও বঙ্গমাতার আদর্শ সবার মধ্যে ছড়িয়ে পড়বে। তাঁদের জীবনাদর্শে উজ্জীবিত হয়ে কোমলমতি শিশুরা নিজেদের আত্মপ্রত্যয়ী করে গড়ে তুলবে।

ক্ষুদে প্রতিযোগীরা,

তোমরা দেশ ও জাতির ভবিষ্যৎ। তোমরাই একদিন এ দেশের নেতৃত্ব দিবে। তোমরাই একদিন জাতির পিতার ‘সোনার বাংলাদেশ’ গড়ে তুলে, বাংলাদেশকে বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করবে।

মনে রাখবে আমরা বিজয়ী জাতি। আমরা যুদ্ধ করে এদেশ স্বাধীন করেছি। আমরা মাথা নোয়াব না। আজ বাংলাদেশ উন্নয়নশীল দেশের মর্যাদা পেয়েছে। বঙ্গবন্ধু বেঁচে থাকলে হয়ত অনেক আগেই আমরা উন্নয়নশীল দেশ হতে পারতাম।

আমরা ২০২১ সালে আমাদের মহান স্বাধীনতার সুবর্ণজয়ন্তী এবং ২০২০ সালে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের জন্মশতবার্ষিক পালন করব।

আমরা ২০২১ সালের মধ্যে বাংলাদেশকে মধ্যম আয়ের দেশ এবং ২০৪১ সালের মধ্যে উন্নত-সমৃদ্ধ দেশ হিসেবে গড়ে তুলব ইনশাআল্লাহ।

আমি অংশগহগ্রহণকারী সকল ক্ষুদে খেলোয়াড়দের উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ কামনা করছি।

সকলকে আবারও ধন্যবাদ।

খোদা হাফেজ।

জয় বাংলা, জয় বঙ্গবন্ধু

বাংলাদেশ চিরজীবী হোক।

...